Text-12258

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 18 SEP 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

009

বিনামূল্যে বই

আজকের বিভিন্ন প্রাত্যহিক পত্রিকাগুলোতে সংবাদ এসেছে যে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগামী শিক্ষাবর্ষ, ১৯৮৭'র জন্য ৪ কোটি ২০ লাখ বইয়ের ১ কোটি ৫ লাখ সেট বিনামূল্যে বিতরণের কাজ আজ থেকে শুরু হচ্ছে। আগামী জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে যাতে বইয়ের সেটগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে যায় তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীটি যাতে সফল হয় সে লক্ষ্যে ৩ মাস আগেই কাজ শুরু করা হয়েছে। গত বছর ১৯৮৬ শিক্ষা বর্ষের জন্য ৯০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৯৫ লাখ সেট বই বিতরণ করা হয়েছিল। এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৯৫ লাখ। আমাদের বাংলাদেশের মত অশিক্ষিত মানুষের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের আয়োজন নিঃসন্দেহে সুন্দর। এতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের গরীব জনসাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত এবং অধিক মনোযোগী হবে। কচি কাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লাশ, আনন্দ ও আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলাই বাহুল্য। নতুন নতুন বইপত্র নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় অধিকতর মনোযোগী হবে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে— এতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু সফলতার দীর্ঘ পথ সবটাই কি ফুল বিছানো?

অতীতে সরকারের আন্তরিক শুভ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ বিনামূল্যে বিতরণের বই বহু ক্ষেত্রে বাণ্ডেল হারিয়ে গেছে, কালবাজারে বিক্রি হয়েছে, এমন কি এ বইয়ের পাতায় করে দোকানদারদের লবণ, মরিচ, আদা, হলুদ বিক্রি করতেও দেখা গেছে। কোথাও কোথাও ছ'মাস, ন'মাস কিংবা বছর পার হয়ে গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে বিতরণের বই পৌঁছেনি। কিন্তু এর জন্য দায়ী কারা? কাদের দায়ীত্বহীনতার জন্য, নৈতিক মূল্যবোধহীনতার জন্য এমনটি ঘটেছে? তাদের অনেকের নাম-পরিচয় জেনেছে দেশবাসী। ঘৃণায় তাদের প্রতি থুৎকার দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে, অসৎ লোকেরা তওবা করে সৎ হয়েছে এমনটি তো কোন বাস্তব প্রত্যাশা নয়। আজ থেকে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যসূচী শুরু হলো। বিতরণ সুনিশ্চিত করার জন্য তিন পর্যায়ে দায়ীত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন্‌খান দিয়ে চালুনের ছিদ্র বেড়িয়ে যাবে তা আমরা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি না। তবে এ কথা সত্য যে, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে যাবার আগপর্যন্ত দেশবাসীর মনে একটা অকল্যাণ আশঙ্কা থাকবেই। কারণ অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে দেশবাসী কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আস্থা রাখতে পারছে না।

উপসংহারে আমরা তিন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে এ টুকু প্রত্যাশা করব যে, আপনাদের উপর দেশবাসীর আস্থা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। বিনামূল্যের বই যেন প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পৌঁছে।